দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB 15 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

গেজেট সংশোধনের অভাবে বৃত্তি পরীক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা

পাবনা সংবাদদাতা ॥ পাবনা জেলার অবলুপ্ত চাটমোহর ইউনিয়নের নামে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে চাটমোহর থানা এই বৎসরের প্রাথমিক বৃত্তির প্রকৃত কোটার ৮টি বৃত্তি লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। জানা গিয়াছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় থানা সদরকে চাটমোহর ইউনিয়ন হিসাবে উল্লেখ করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। অথচ চাটমোহর ইউনিয়ন নামে কোন ইউনিয়ন বর্তমানে এই থানায় নাই। প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে থানা সদরে পৌরসভার কার্যক্রম শুরু হওয়ায় চাটমোহর ইউনিয়নটির বিলুপ্তি ঘটে। সেই সঙ্গে গঠিত হইয়াছে বিল চলন ও মথুরাপুর নামে নূতন ২টি ইউনিয়ন। পরিবর্তনগুলি সকল অফিস আদালতের ক্ষেত্রে সংশোধন করিয়া নেওয়া হইলেও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ অদ্যাবধি তাহাদের গেজেট সংশোধন না করায় চাটমোহর থানা অতীত বৎসরগুলির হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বৎসরেও ১০টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে ২জন করিয়া মোট ২০ জন সাধারণ তালিকায় এবং ৪জন মেধা তালিকায় বৃত্তি লাভ করিবে। অথচ গেজেট সংশোধন করা হইলে এই থানার বর্তমান ১১টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে ২জন করিয়া মোট ২২জন ও পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডের জন্য ৬জন অর্থাৎ সর্বমোট ২৮জন শিক্ষার্থী সাধারণ তালিকায় এবং ৪-জন মেধা তালিকায় বৃত্তিলাভ কারার কথা। অর্থাৎ গেজেট সংশোধন না করা হইলে নির্ধারিত কোটা অপেক্ষা ৮ জন শিক্ষার্থী বৃত্তিলাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। অভিভাবকগণ চাটমোহর থানার গেজেট সংশোধনের মাধ্যমে প্রকৃত কোটা অনুযায়ী বৃত্তি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করিয়াছেন।